প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
শাহাদত চৌধুরী
সম্পাদক
মঈনুল আহসান সাবের
সহযোগী সম্পাদক
মারুফ রায়হান
উপ-সম্পাদক
ইমতিয়ার শামীম
সহকারী সম্পাদক
মনজুর শামস
প্রধান প্রতিবেদক
খোন্দকার তাজউদ্দিন
প্রতিবেদক
শানজিদ অর্ণব
প্রদায়ক
জেড এম সাদ
সাইমা ইসলাম তন্দ্রা
নিয়মিত লেখক
রাহনুমা শর্মী
ইসমাইল মাহমুদ
জুলফিয়া ইসলাম
ফটোসাংবাদিক
সুদীপ্ত সালাম
ইভেন্ট সমন্বয়কারী
সাশা মানসুর চৌধুরী
প্রধান আলোকচিত্রী
তুহিন হোসেন
প্রতিনিধি
মামুন রহমান দক্ষিণাঞ্চল
অপূর্ব শর্মা সিলেট
এস এম আজাদ চট্টগ্রাম
মাহমুদ হোসেন পিন্টু বগুড়া
মাহফুজ সুমন হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার
ইয়াসমীন রীমা কুমিল্লা
সুশান্ত ঘোষ বরিশাল
শংকর লাল দাশ পটুয়াখালী
আবু জাফর সাবু রংপুর
সঞ্জয় সরকার নেত্রকোনা
ছোটন সাহা ভোলা
গ্রাফিক এডিটর
হাবিবুর রহমান
এজিএম মার্কেটিং
সামিউল ইসলাম

যোগাযোগ
ডেইলি স্টার সেন্টার
৬৪-৬৫ কাজী নজরুল ইসলাম
অ্যাভিনিউ, ঢাকা-১২১৫
পিএবিএক্স : ৯১৩১৯৪২, ৯১৩১৯৫৭,
৯১৩২০২৫, ফ্যাক্স : ৯১৩১৮৮২
সার্কুলেশন/বিজ্ঞাপন : ৯১৩২১১৬
ই-মেইল :
info.shaptahik2000@gmail.com

দাম : ১০ টাকা

মাহফুজ আনাম
কর্তৃক মিডিয়াওয়ার্ল্ড লিমিটেড-এর পক্ষে
৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ থেকে
প্রকাশিত ও ট্রান্সক্রাফট লিঃ,
২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা-১২০৮ থেকে মুদ্রিত।

সম্পাদকীয়

৭ ভাদ্র ১৪২১ ■ ২২ আগস্ট ২০১৪
বর্ষ ১৭ সংখ্যা ১৩

২০০০
খাবারে
ফরমালিন ছাড়াও
আরো কত কী

প্রচ্ছদ : হাবিবুর রহমান

বিচারপতিদের অভিশংসন
সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে সমালোচনাকে গুরুত্ব দিন

১৮ আগস্ট 'সংবিধান (ষোড়শ সংশোধন) আইন ২০১৪'-র খসড়াকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়া হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে। এর ফলে জাতীয় সংসদ বিচারপতিদের অভিশংসন করার ক্ষমতা ফিরে পেতে চলেছে। আইনমন্ত্রী আনিসুল হক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, সংসদের আসন্ন অধিবেশনেই এ সংক্রান্ত বিলটি অনুমোদন পাবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানেও বিচারপতিদের অপসারণ করার ক্ষমতা জাতীয় সংসদের কাছে ছিল। কিন্তু জিয়াউর রহমানের সামরিক শাসনামলে এক ফরমান জারি করে সংবিধানের ওই অনুচ্ছেদ বাতিল করা হয়। পরে 'সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল'কে বিচারপতিদের অভিশংসন করার ক্ষমতা দেয়া হয়।

বাংলাদেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতসহ পৃথিবীর বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জাতীয় সংসদের হাতে বিচারপতিদের অভিশংসন করার ক্ষমতা রয়েছে। তারপরও বাংলাদেশের সার্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আমরা বলতে চাই, এ সংশোধনী আনলে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা হুমকির মুখে পড়বে এবং এ ক্ষমতাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হতে পারে। বিচার বিভাগের কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্যোগ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু সুশাসন যে দেশে প্রতিনিয়ত প্রশ্নবিদ্ধ, সে দেশে এ রকম আইন প্রণয়ন ঝুঁকিপূর্ণও হয়ে উঠতে পারে। আমরা আশঙ্কা করছি, বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে মানসম্মত ও স্বচ্ছ না হওয়ায়, পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অনাকাঙ্ক্ষিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অসংখ্য দৃষ্টান্ত থাকায় এ রকম সংশোধনী আইনের শাসনকে বিঘ্নিত করবে। কেননা গণতান্ত্রিকভাবে বিচারিক আদালতের বিচারকদের নিয়োগ-বদলির দায়িত্ব সুপ্রিমকোর্টের হাতে থাকার কথা। কিন্তু জিয়াউর রহমানের শাসনামলে তা সরকারপ্রধানের হাতে ন্যস্ত করা হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য, এ বিষয়টি এখনো সংশোধন করা হয়নি।

তা ছাড়া নতুন করে সংবিধান সংশোধনের এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে চলেছে চলতি জাতীয় সংসদে– যা সাংবিধানিকভাবে বৈধ হলেও শুরু থেকেই নৈতিকভাবে প্রশ্নবিদ্ধ। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এ সংসদ থেকে অনুমোদন করাও নিঃসন্দেহে অনভিপ্রেত। এর মধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও প্রাগ্রসর নাগরিকরা সরকারের এ উদ্যোগের সমালোচনা করেছেন এবং তার যৌক্তিক ভিত্তিও রয়েছে। সরকারের উচিত, এ ধরনের সংশোধনীকে গ্রহণযোগ্য ও মানসম্মত করে তোলার জন্য এসব মতামতকে গুরুত্ব দেয়া।

••••